ইতিহাসের ফ্যাসিবাদ ও মোদীর ভারতে তার ক্রমবর্ধমান সার্বিক বিস্তার

নীতীশ বিশ্বাস

অসহায় আজকের দিনঃ

আমরা দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ সমকালের ফ্যসিবাদকে ইতিহাসের পাতায় যে ভাবে দেখেছি তা বিশ্বের বিভিন্নদেশে একভাবে আসে নি। নানা সময়ে নানা প্রেক্ষিতে তার রং-রূপ ও চরিত্র বদল করেছে। তবে তার অনেক মৌল কার্য-কারণ সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই এক থেকেছে। আর এখন আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতান্ত্রিক কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের বাস্তব উপস্থিতি আর নেই। যে সব দেশ আর্থিক ভাবে সমাজবাদী আদলের পক্ষে , তাদের সামর্থ আর সোভিয়েতের মতো শক্তিশালী নয়, যে সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকিয়ে রাখবে । যেমন ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবার মতো দেশগুলি। আর চীন সেদিক থেকে শক্তিশালী দেশ হলেও তাদের কাছে এখন দেশের স্বার্থের বিচারই মুখ্য । তারা আদর্শের জন্য শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করণের কাজ করে না । সাম্যবাদে বিশ্বাসী বিশ্ববাসীও তাই আজ আর সোভিয়েতের মতো চীনকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বাসের চোখে দেখে না। সমাজবাদী মানুষেরা এখন এক ভয়ানক খারাপ সময়ের মধ্যে আছে। যখন ইরাককে প্রায় বিনা অপরাধে এই সেদিন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ভেড়ার গণতন্ত্রের ঈশপীয় যুক্তিতে গুড়িয়ে দিল,তার দেশপ্রেমিক নায়ক সাদ্দামকে হত্যা করলো। সভ্য (!) বিশ্ব অসহায়-বেদনায় আন্তরক্তক্ষরণে নিমজ্জিত হল। এমন দানবিক বিশ্ব কি আমরা চাই? কিন্তু সেই বিশ্বই আজ আমাদের আবাস ভূমি। আর এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব আগ্রাসন বিশ্বপ্রকৃতির উপর যে নির্মম অত্যাচার ও অবৈজ্ঞানিক লোভাতুর পদক্ষেপ দিয়েছে তাতে তৃতীয় বিশ্বকে তারা করে তুলেছিল প্রযুক্তির ডাস্টবিন। কিন্তু তাতেও হলনা; প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে নামিয়ে দিল করোনার মতো মহামারী । তার তৃতীয় ঢেউ-এর মুখোমুখী আমরা। সভ্য দুনিয়ায় এ সবই হল এই উগ্র সাম্রাজ্য বাদী মানসিকতা ও অপরিকল্পিত অর্থনীতির অভিশাপ। তাই আমরা যত সামান্যই হই না কেনো, আমাদের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব যদি পালন না করি তাহলে আমাদের প্রিয় প্রজন্মের জন্য এমনি এক অভিশপ্ত জগত রেখে যেতে হবে। যা আমরা কোনো সচেতন মানুষই চাইনা ।

Society Language and Culture

ইতিহাসের ভয়ানক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার মহান বিজয়ঃ

এক দিকে হিটলার ও মুসোলিনীর নেতৃত্বে মানবতার কলঙ্কময় অন্ধকার অধ্যায়ের বিপরীতে সেদিন বিশ্ব দেখে ছিলো স্তালিনের নেতৃত্বে রেড আর্মির সেনা পতি মার্শাল জর্জি ঝুঁকভের প্রত্যক্ষ অধিনায়কত্বের অসাধারণ বিজয়কে । গোটা ইউরোপের ধনবাদী ও রাজতন্ত্রীরা যখন পরপর আত্ম- সমর্পণ করছে এই ফ্যাসিস্তদের কাছে ; অন্য দিকে মিত্র বাহিনীও তাদের দায়িত্ব আন্তরিক ভাবে পালন করছে না;-তখন রেড আর্মি ও সোভিয়েত জনগণ স্তালিনের নেতৃত্বে বিশ্বের গণতন্ত্রের ভূলুণ্ঠিত পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে,মানবতাকে বিশ্ব নিন্দিত ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেছিল । আজ থেকে ৮১ বছর আগের সে ঘটনার বিজয় দিবস ছিলো ৯ই মে ১৯৪৫। *একদিকে লাল ফৌজের -সে মহা বিজয়ের দিন। আর বিশ্বত্রাস ফ্যাসিস্ট শাসক শক্তির পতনে দিন। আজকের নব্য নাৎসিদের মহাগুরুর মহা পতনের সে শুভক্ষণ। আমরা মানবতার গৌরবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।*

স্তালিনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণঃ

লাল ফৌজের কাছে ফ্যাসিস্ত হিটলারের পতন বিশ্ব বাসীকে এক মুক্তির স্বাদ এনে দিলো। সোভিয়েত প্রধান জোশেফ স্তালিন তার ভাষণে কিন্তু তার দেশবাসী ও যুদ্ধে যাদের প্রাণ গেছে ও যেতে পারতো তদের উদ্দেশ্যেই তার প্রথম ভাষণ প্রদান করলেন । তার এক খন্ডাংশ এখানে উদ্ধার করি,

"আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য আমাদের আত্মত্যাগ মহান । যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের জনগণ অপরিমিত ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র ও পশ্চাৎভূমি আমাদের মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আমাদের কঠোর পরিশ্রম বৃথা যায়নি --শত্রুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয়ে ভূষিত হয়েছে। স্লাভ জনগণের অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বাধীনতার যুগব্যাপী সংগ্রাম,জার্মান অত্যাচার ও আগ্রাসীদের

এখন থেকে জনগণের স্বাধীনতা ও জাতিতে জাতিতে শান্তির মহান পতাকা ইউরোপের আকাশে উড্ডীন হবে। ,,,,,,,আমার প্রিয় স্বদেশবাসী নারী ও পুরুষগণ , আমাদের বিজয় অর্জনে আপনাদের অভিনন্দন জানাই । আমাদের দেশের স্বাধীনতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে বীরত্বপূর্ণ লালফৌজ, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন কারী সেই লালফৌজের গরিমা ভাস্বর হোক। আমাদের মহান জনগণ , বিজয়ী জনগণের গরিমা ভাস্বর হোক।

Society Language and Culture

চির ভাস্বর হোক বীরদের গরিমা---যারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন ;

—যারা আত্মদান করেছেন স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা ও সুখের জন্য.। --মস্কো,৯ই মে , ১৯৪৫ ”

ফ্যাসিবাদ কি ও কেনো?ঃ এখানে সাধারণ ভাবে শব্দগত উৎস যদি আমরা আমরা দেখি ,তাহলে আমরা দেখব ফ্যাসিনেশনের মতো একটা নিস্পাপ শব্দ থেকে এই ফ্যাসিবাদ বিষয়টি এসেছিলো । এবং ১৯১৯ সালে প্রথম রাজনৈতিক ভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করেন ইতালির নেতা মুসোলিনী । কিন্তু পরে এই নামে সংগঠিত হয়েছে বিশ্বের নিকৃষ্টতম জাতিবিদ্বেষ, হত্যা আর নির্যাতনে মানবতার নিষ্ঠুর ও অমানবিক কর্মকান্ড ।

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমরা জেনেছি , `১৯২২সালে ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত পার্টির ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের সূচনা ও ১৯৩৩ সালের জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে তার দৃঢ় ভিত্তি। হিটলারের ঘোষণা ছিলো মুখ্যত ইহুদি-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী। তার সঙ্গে মানুষের কাছে তারা প্রচার করেছে পবিত্র জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতার কথা । তাই বিদেশি বিরোধী, প্রজাতন্ত্র বিরোধী এমন কি বিশ্বের পুঁজিবাদবিরোধী আর সমাজতন্ত্রী বলেও নিজেদের জাহির করে ,এক ভয়ানক পথে তারা যাত্রা করে । যদিও এর পেছনে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা আর অর্থনৈতিক অবস্থাও কিছুটা দায়ী। স্মরনীয় ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত চলছিলো বিশ্ব মন্দা ।

এই সময়ে স্পেনের নির্বাচিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমাতাচ্যুত করতে অভ্যুত্থান ঘটায় জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তার বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতন্ত্রীরা ঐক্যবদ্ধহতে চেষ্টা করে । তার প্রতিপক্ষে তথা স্পেনের মিলিটারী শিবিরের পাশে এসে দাঁড়ায় এই ফ্যাসিস্ত শক্তি। প্রজাতান্ত্রিক শক্তি পর্যুদস্ত হয় *। এই ভাবে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো ফ্যাসিবাদের আতঙ্ক, আগ্রাসনের উদগ্র বাসনা এবং পর পর পদানত হল নানাদেশের সরকার।

ফ্যাসিবাদের এই ঐতি হাসিক অবস্থানের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে প্রখ্যাত পন্ডিত ডিমিট্রভ বলেছেন, “ফিনান্স ক্যাপিটালের বা যোগান পুঁজির তরফের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী অংশের প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব হল ফ্যাসিবাদ। .. “শ্রমিক শ্রেণী,কৃষক সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী সমাজের বিপ্লবী অংশের উপর সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সংগঠনই হল ফ্যাসিবাদ। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ অত্যন্ত নির্মম, নিষ্ঠুর এবং যে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।”

Society Language and Culture

ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে সেই সমকালের আর এক তাত্ত্বিক নেতা রজনী পাম দত্ত বলেছেন, **- ঃ"*ফ্যাসিবাদ বস্তুত বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কোন অভিনব স্বাধীন দর্শন নয়। ঠিক এর বিপরীত । চূড়ান্ত অবক্ষয়ের এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আধুনিক ধনতন্ত্রের সবচেয়ে পরিচিত নীতি ও প্রবণতার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচি। সংক্ষেপে যা হচ্ছে- ১। উৎপাদন প্রযুক্তির অগ্রগতি ও শ্রেণি-বৈরিতার কারণে বিপ্লবের সম্ভাবনার মুখে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার মৌলিক লক্ষ্য । ২। গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রের তীব্রতা বৃদ্ধি। ৩। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা ও সংগঠিত শ্রেণি সহযোগিতার একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।৪। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সেই ব্যবস্থাকে ক্রমবর্ধমান হারে দমন-পীড়ন। ৫। শিল্প ও ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সংগঠনের প্রসার।৬। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের একটি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ইউনিটে ঘনীভূত হওয়া। ৭। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বৈরিতার অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়া।" তিনি আরো বলেন,- "পূর্ণাঙ্গ ফ্যাসিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই নীতিগুলির বাস্তবায়নের জন্য যে পদ্ধতি সে নেয় এবং তা রূপায়নের জন্য যে নতুন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয় তার মধ্যে (নিহিত থাকে)*।

ফ্যাসিবাদের প্রেক্ষাপটে ভারত ভূমিঃ ভারতের বর্ণবাদ বিশ্বখ্যাত। এখানে ধর্মচর্চার সঙ্গে বর্ণব্যবস্থা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত । আর্য-রক্তের পবিত্রতার ও জাতি গৌরবের মনুবাদী ঐতিহ্যকে হিটলার তার বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যবহার করলো একটা জাতিকে উত্তপ্ত ও উন্মত্ত করে তুলতে। তিনি তার প্রতীক স্বস্তিকা গ্রহণ করেন ভারত থেকে । আবার সাভারকারের 'হিন্দুত্বে'র প্রভাবে ১৯২৫ সালে কে বি হেডগেওর যখন নাগপুরে আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সংঘ) গড়ে তুলছেন তার কিছুদিনের মধ্যে ১৯৩১ সালে হেডগেওরের মুখ্য প্রেরণা দাতা বি এস মুঞ্জে যান ইতালিতে, এডলফ হিটলারের প্রেরণা দাতা বেনিতো মুসলিনীর সঙ্গে দেখা করতে । আসেন আরো বেশি আর্য রক্তের পবিত্রতার উগ্রতা বক্ষে নিয়ে। তাই মনুবাদী হিংস্র ব্রাক্ষণ্যতন্ত্র যেমন রাজতন্ত্রের যুগে ছিলো এক অমানবিক আগ্রাসন ও মাৎস্য ন্যায়ের নিকৃষ্ট দর্শন হিসেবে , তার আর এক ভয়ংকর রূপ নিয়ে দেখা দেয় ফ্যাসিবাদ , বিংশ শতাব্দীর উন্নত ইউরোপে । আসে সাম্রাজ্য বাদের করাল ছায়া বিস্তার করে। আসলে শোষণের রকমফের থাকলেও প্রযুক্তির উন্নয়নে তার তীব্রতা ও ভয়াবহতা বাড়লেও সে যে মানবতার বিরুদ্ধে এক মারাত্মক যুদ্ধ তা যুগে যুগে নানা বিদ্রোহে বিপ্লবে প্রতিভাত

Society Language and Culture

হয়েছে দেশে দেশে।

পাঠকের মনে পড়বে স্বাধীনতার আগে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ,ঢাকা শহরে একটি ফ্যাসি বিরোধী স্রমিক মিছিল পরি চালনার সময় এদেশের ভ্রান্তগামীরা তরুন সাহিত্যিক, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক ও শ্রমিক নেতা সোমেন চন্দকে নৃশংস ভাবে খুন করে।যার প্রতি বাদে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিউট হলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জরুরী শোক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ জানান। যেখানে অতুলচন্দ্র গুপ্ত,গোপাল হালদার,সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুভাষ মুখোপাধ্যা য় ও বিষ্ণু দে কে আহবায়ক করে একটি সংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় এবং পরবর্তী ১৯) ২০শে ডিসেম্বর সম্মেলন হয়,। ভারতের প্রথম ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক শহিদ সোমেন চন্দ কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ও ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন জর দার করতে সংঘের নাম করা হয়, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন আজ দেশ ব্যাপী নতুন মাত্রায় আবির্ভুত। কারণ হিটলার মুসোলিনীর বংশ ধরেরা একবিংশ শতাব্দীর ভারতে নয়া নাৎসীবাদের আর এক রূপের মুখোশের তলায় আজ আমাদের সামনে । বৈচিত্রময় বিশাল ভারতে নানা তার বেশ, নানা ছন্দে নন্দিত তার শ্মশ্রু ও কেশ ।

মোদী জামানা কোন দিকেঃ

এখানে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ফ্যা সিবাদ ধনতান্ত্রিক সমাজের এক জটিল ও ভয়াবহ রূপ। সাধারণ মানুষের সহজে ধারনায় আনার জন্য বলতে পারি এ প্রলম্বিত এক মারণ রোগ । সে হার্ট এটাক্টের মতো হঠাৎ এসে শেষ করে দিয়ে যায়, সবক্ষেত্রে তেমন নয়। সে কিডনীর অসুখের মতো,সে ক্যান্সারের মতো আসে । প্রথম প্রথম মানুষের তা ধারনায়ই আসে না । ডাক্তার তথা সমাজ বিদ ও বিজ্ঞান মনস্ক রাজনীতিবিদেরা জানেন কি ভাবে সে তার জাল ছড়ায় ও কি কি ভাবে সে নিজেও এতে জড়িয়ে পড়ে।যেমন আমাদের পশ্চিম বঙ্গে তাদের এই দশকেই আর এস এস-এর শাখা কয়েকশো গুণ বেড়ে গেছে। হিটোলার যেমন সর্বত্র তার শাখা ছড়িয়ে ছিলো তেমনি এরা যুব, ছাত্র, লেখক –শিল্পী থেকে শ্রমিক-কৃষক সর্বত্র তাদের জাল ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে, প্রকাশ্য-লোক চক্ষুর আড়ালে।এ ভাবেই তারা কয়েক বছর আগে দখল নিলো কমিউনিষ্টদের শক্ত ঘাটি ত্রিপুরা রাজ্যে । আমরা জানি ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে না । কিন্তু অর্থনীতি ও রাজনীতি যেহেতু সমাজ বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম মেনে চলে, তাই নানা পরিবর্তমান অবস্থায় ও রঙে ভিন্ন ভিন্ন

Society Language and Culture

রঙধনু বা রামধনু আঁকলেও তার মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। যা আমরা এদেশেও দেখতে পাচ্ছি। আর বড় বড় সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক -বিশ্লেষণে না ঢুকে আমরা জার্মানির ও ইতালির ঘনবদ্ধ ফ্যাসিবাদের মূল নায়ক মুসোলিনী ও হিটলারের কিছু কাজের সঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান ও বর্ধমান কিছু অবস্থার মিল দেখাতে পাচ্ছি । এবং তার ভয়াবহ পরিনতির প্রসঙ্গে মানুষকে সাধ্য মতো সচেতন করার চেষ্টা করতে চাইছি। একটা কথা বলা ভালো যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তির পর আমেরিকার মতো বৃহৎ পূঁজির দেশসহ নানা দেশে নব্য ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। দ্বন্দ্ববাদী মতে অথবা ধর্মীয় মতে ভগবানের সঙ্গে যেমন শয়তান থাকে। সোভিয়েত রূপ মঙ্গল কামী দেশের বিলুপ্তির পর তাই সারা পৃথিবীতে এক নায়কদের রমরমা দেখা যাচ্ছে । তাই নির্বাচনে হেরেও ট্রাম্প বহুদিন বলেই চলেছিলেন, সে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেনা। বর্তমান বিশ্বে মহাযুদ্ধ না হলেও প্রতিদিন ঠান্ডা যুদ্ধতো চলছেই। এই অবস্থায় ভারতের মতো দেশে হিটলারের অনুগামী ও ব্রাহ্মণ্যবাদের তথা মনুবাদী আদর্শে রামরাজত্ব পন্থীরা সরকারে আসীন। আর যেসব গুণের অধিকারী হয়ে সে দিন হিটলার ফ্যাসিবাদকে অমিত শক্তিধর করে তুলেছিলেন ,তার বহু লক্ষণ আজ আমাদের ভারত ভাগ্য বিধাতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। হিটলারের অসাধরণ মিথ্যা বলার শক্তি ছিলো। আর তার ছিল সে যুগের ভয়ানক মিথ্যা প্রচারের নায়ক গোয়েবলস। এযুগে গোয়েবলস হোল গোদী মিডিয়া বা মোদী মিডিয়া। তাদের ভয়ানক প্রচারে তার সঙ্গে আরো জোরে যারা মিথ্যাকথা বলতে পারবে তারা টিকে থাকবে, সে দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মখ্য মন্ত্রী যিনি আর এস এসের ভাষায় ‘মা দুর্গা,’ যিনিও দক্ষিণপন্থী ও যার মোদীর মতোই মিথ্যা বলার দক্ষতা আছে; তাই এই নষ্ট রাজনীতির যুগে তাকে সামনে নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতার কথা আলোচনা হচ্ছে। কয়েক হাজার কোটি মুদ্রার বিনিময়ে পিকেকে রাস্তায় নামানোও হয়েছে, এই কাজে ।

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি , পাঠক মনে করুন গুজরাট দাঙ্গার নায়ক যখন তাঁর এক নম্বর সাকরেদকে নিয়ে এসে দিল্লিতে জুড়ে বসলো তখন মানুষে তার এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতিতে অনেকটা বিশ্বাস করেছিলো। যেমন আগেই বলেছি যুদ্ধ বিধ্বস্থ জার্মানির হতাশ যুবশক্তি আর আদর্শ হীন জাতীয়তাবাদী শক্তি তখন ভেঙে পড়েছে; তাকে উগ্র জাতিবাদের মাতাল ভোকাল টনিক আর অজস্র মিথ্যার ব্যাসাতি করে চলেছে হিটলার আর মুসোলিনী। যেমন এখন কার মোদী - অমিত শাহ এন্ড কোম্পানী । এবং তাদের গণ মাধ্যম।

Society Language and Culture

আজকের ভারতের নানা ভাষণে তারা বলেছেনঃ

১। -"*বিদেশে যে কালো টাকা সুইস ব্যাঙ্ক সহ নানা স্থানে গচ্ছিত আছে, তা একশ দিনের মধ্যে দেশে ফেরত আনা হবে । আর যে চোরেরা অন্য দেশে পালিয়েছে তাদের ধরে আনা হবে । এর ফলে সবার ব্যাংকে ১৫ লক্ষ টাকা সরা সরি এসে ঢুকবে ।" -*   তা আসে নি । তবুও মানুষ তাকে আবার প্রধান মন্ত্রী করেছেন। গোয়েবলসের চেয়েও বেশী শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের গুণে ।আর উপযুক্ত প্রতিপক্ষের অভাবে।

প্রসঙ্গত মনে করুন   সেদিনের ইতিহাসের জার্মানিঃ

হিটলারও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত   জার্মানিতে ভয়ানক বেকারীর সময় বলেছিলেন যুবক দের জন্য চাকরী ও নানা সুযোগ দেবেন। বলেছিলেন, "*আজ আমরা জার্মানি শাসন করছি আগামী দিনে আমরা গোটা পৃথিবী শাসন করব।* "

২। বর্তমান ভারতেঃ *নোট বন্দি ৫০ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।* এমন মিথ্যা বলার কারণে বহু মানুষ সর্বশান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন। কিন্তু আজও তা স্বাভাবিক হয় নি। বরঞ্চ গোটা অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। বাংলা দেশের চেয়েও আমাদের এখন খারাপ অবস্থা ।   কালো টাকার পাহাড় হয়েছে উঠেছে ,তবে তা কোনো কোনো দলের নির্বাচনী ফান্ডের আকাশ দখলের ক্ষেত্রে । যা দিয়ে কোনো রাজ্যে একজন বিধায়ক জিতলেও, অন্য সব বিধায়ক কিনে তারা নীতিহীনভাবে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু গ্রামীণ ভারত বাসীকে সামান্য পানীয় জলের ব্যবস্থাও করছেনা। অন্য দিকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরে, সংবিধানকে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে চলেছে। যেমন করোনার লাশ তারা ভাসাচ্ছেন পবিত্র গঙ্গায়, তেমনি সংবিধানের পাতা গুলো এভাবে বেপাত্তা হচ্ছে নদী-সমুদ্রে।

৩।**"রাজধর্ম পালনে"** র সার্থক উত্তর সূরী গুজরাট দাঙ্গার ভয়ানক রক্তস্রোত আইনের গঙ্গাজলে ধুয়ে পরিস্কার করে দিল । কোনো খুনীই আর খুনী নয়, শত সহস্র মানুষের লাশ ভগবানের পূণ্য স্পর্শে সব স্বর্গারোহন করেছে!।-এই মহা মানবেরা ভারতীয় ঐতিহ্যেরনামে, পবিত্রতার নামে যে ভাবে পুজিপতিদের স্বার্থে অরণ্য-পাহাড় দখল করে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে তা আগে কোকো দিন এই মাত্রায় হয় নি। এ ভাবে তারা দেশকে জীবন্ত নরক পুরী কোরে তুলেছে !

Society Language and Culture

৪। জার্মানির ইতিহাস থেকেঃ

হিটলার যেমন নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করে, নানা কৌশলে তখন তার পেছনে ছিল সমস্ত শিল্প পতি ও জার্মান ধনীদের গোপন ও প্রকাশ্য মদত। এ ভাবে দিনে দিনে সংসদীয় গণতন্ত্রকে হিটলার নির্বাসন দেয়। এবং "গ্রেট ডিক্টেটর" বা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে । যার কোরে চলে বিশ্বগ্রাসী সে ভয়ানক আগ্রাসন ও নিষ্ঠুরতম হত্যার আয়োজন। এই ঘটনার খুনের তালিকা যদি নিরপেক্ষ ভাবে প্রদান করা যায় তো বলতে হয়,'*নাৎসী বাহিনীর আক্রমণে যারা সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত এবং যাদের কাছে শেষ পর্যন্ত নাৎসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে ,সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন । পাশাপাশি প্রাণ দিতে হয়েছে পোলান্ডের ৬০ লক্ষ মানুষকে, যুগোস্লাভিয়ার ১৭ লক্ষ মানুষকে। ,ফ্রান্স -৬লক্ষ , আমেরিকা- সাড়ে চার লক্ষ , বৃটেনের - তিন লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ এবং জার্মানিকে হারাতে হয়েছে তাদের ৬০লক্ষ মানুষকে । তাছাড়া যুদ্ধের সময় বন্দিশিবিরে রেখে বিভিন্ন দেশের ৮০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ,অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে। হিটলারের রাজত্বে এই ব্যভিচার এবং বর্বরতার প্রকাশ ঘটেছিল ফ্যাসিবাদের আসলরূপ হিসেবে। সূত্র- হরকিষেণ সিং সুরজিৎ ।*

৫। ক'দিন আগেই ভারতের সেই সময়ের ভাবি প্রধান মন্ত্রীর ভাষণে মোদীজি বলেন *প্রতি বছর ২কোটি চাকরি হবে* । বেকারিত্বে জ্বালায় ডুবন্ত যুব বাহিনী তার প্রতি অনেকেই আস্থা রেখেছিল। তার পরিনতি অযুত আত্ম হত্যা । আর তার কোনো সমালোচনা মানেই দেশদ্রোহী ।সমালোচকের নাম যদি হয় আরবি,উর্দূ বা ফার্সিতে তাহলে তো সে বিদেশী চর- জেহাদী। তাদের নানা প্রজ্ঞাবানী সাংসদদের ভাষায় "এদের গুলি করে করে মারতে হবে"। এদের জন্যই মোদোজির প্রগতির রথ নাকি আটকে আছে! পেট্রোলের দাম এখও ২০০টাকা লিটার হতে পারেনি । কিন্তু উনি প্রতিশ্রুটি দিয়েছিলেন দাম হবে ৪০টাকা লিটার।

৬। **তার শ্বাশত বাণীঃ** *করোনা ২১ দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবে। থালা বাজাও। দীপ জ্বলাও।*

৭। ২০২৫- এর অর্থ ব্যবস্থা হবে ৫ট্রিলিয়ন ডলারের ।

৮। সব ভারতীয়দের জন্য বাস গৃহ হবে । কোটি কোটি টাকা বিজ্ঞাপনী প্রচারের হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত। যে ভারত আজ মৃতের স্তূপে ঢাকা ।

Society Language and Culture

৯। ২০২২ সালে নাকি এ গঙ্গা আবার তিলোত্তমা হবে। আজ তার নামে সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে আবর্জনা স্তপের গঙ্গা আজ লাশ বাহিনী গঙ্গা ।

উনি আরো বলেছিলেন: ১। সকলের জীবিকার সু ব্যবস্থা হবে ২। এক ডলারের বিনিময় মূল্য নাকি ৪০ টাকা হবে।

৩। দেশে ১০০ টা স্মার্ট সিটি তৈরি হবে। তার সততার প্রতীক হয়ে ওঠার ধ্রুপদি বাণীগুলির কয়েকটিঃ

ক)। আচ্ছে দিন আনেবালে হ্যায়। খ। না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা ৩। ম্যায় তো চৌকিদার হু।

৪। ম্যায় তো ফকির আদমি / আমি একজন ফকির / চাওয়ালা ।

বর্তমান শাসক দলের ফ্যাসিবাদী প্রবণতাঃ এই প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে পড়ে
১। **এক দেশ এক জাতি, একধর্ম শ্লোগানঃ** যেমন ন্যাৎসি জার্মানির *"হাই হিটলারের"* মতো আমাদের বলতে হবে ," *ভারত মাতা কি জয়।" "জয় শ্রী রাম"।* যারা দেশকে আর এস এস মতে এই ভাবে না বলবে , না চলবে; তাদের সোজা পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। একে বলে রাষ্ট্রবাদের ঠিকাদারী । যা ফ্যসিবাদী দর্শনের এক অনুজ্ঞা । রবীন্দ্রনাথ এই ভয়ংকর উগ্র দেশভক্তিকে সতত নিন্দা করেছেন তাঁর সারা জীবনের অজস্র রচনায়।
২। **মানবাধিকার পদে পদে পদানতঃ** " হিন্দুত্বে মহান আদর্শ হল বিধর্মিকে বিতাড়ন।।"-- এমত আএ এসে-র –প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ারের(Hedgewar) গুরু সাভার করের হতে পারে, কিন্তু ভারতের যে শাস্ত্রে, "বসুধৈব কুটুম্বকম " বলে, সেই হিন্দু ধর্ম এদের ধর্ম নয়। এ বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণের *যতমত তত পথের* হিন্দুত্ব নয়। এ এক কাপালিকের খড়্গ হাতে বলি গ্রহণের বিকৃত হিন্দু ধর্ম। যেমন আর্য রক্তের বিশুদ্ধতার নাজি দর্শনের উগ্র অন্ধরা বা মুসলিম উগ্র বাদীরা বলে থাকেন। এ হল ঐ দুই মৌলবাদের এপিঠ ওপিঠ । এদের কাছে মানবতার উচ্চারণ পাথরে মাথা খোঁড়ার মতো।

৩। **যারা প্রতিবাদী তারাই দেশদ্রোহীঃ** প্রায়ই আমরা শুনি *টুকরে টুকরে গ্যাঙ* ,মোদী টিভির ভাষায় ওই "*ওমরখালিদস- কানাইয়াস*" সহ জেএন ইউ ,জামিয়া মিলিয়া এমন কি ৮০ বছরের কবি বরবারা রাও , প্রতিবাদী উপাচার্য, সৎ সাংবাদিক অথবা সেই নিস্পাপ শিশু , যে বলে, *রাজা তোর কাপড় কোথায়,* তারা সবাই হিন্দুর শত্রু। *'দেশ খাত্রেমে হ্যায়।'*

Society Language and Culture

৪। **নির্বাচন এলেই সীমান্তে বেজেওঠে যুদ্ধের দামামাঃ** সেই ট্রাডিশনের তীব্রতা বেড়েছে বর্তমান ৫৬ইঞ্চির শাসনে, আর গদি মিডিয়ার স্বম্মিত ফেরাতে যেমন বাড়ে বিজ্ঞাপনের বিশাল অংক, তেমনি তাদের বাড়া বাড়িও হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত। তাই সেনাদের কোনো ভুল বা সমালোচনা মানেই যেনো সরা সরি বিদেশীর হয়ে যুদ্ধে নামা । এ অসহিষ্ণুতা হল ফ্যাসিবাদের নামান্তর।

৫। **মহিলারা এদের কাছে ভোগ্য পণ্য মাত্রঃ** সীতার প্রতিও রামচন্দ্রের যে অমানবিক আচরণ , তারই মেড-ইজি সংস্করণ বর্তমান সরকারের নারীদের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গি । ১৯৩৪ সালে ২১শে মার্চ মিউনিখে হিটলার যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় বেকারের সংখ্যা ঐ সময় কম করে ৫০ লক্ষ হবে। আসল সংখ্যা আরও বেশি হতে বাধ্য কারণ *বিবাহিতা মহিলাদের নাৎসি ফরমান অনুযায়ী কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়। তাদের বেকার বলে গণ্য করা হয় না।* আর এ মন ভাবেই দলিত ও নারী দৈনিক শ্রমিক দের আলাদা আলাদা মজুরী দেবার এরা পাশ করে প্রয়োগকরার দিকে ধাবমান। এ ভাবেই আমাদের দেশে আজ নারীকে অধিকার হীন করেদেরার নানা ফরমান আসছে। তাদের গুণ-পনা নয় তাদের রূপ আর ভোগ্যবস্তু রূপে দেখার দিনে উপনীত হচ্ছি আমরা। নারী-দলিত তো মনুবাদী সিদ্ধান্তে মানুষের মর্যাদার অধিকারী নয়। তারা শৈশবে পিতার অধীন , পরে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীন। সতী দাহের পূন্য কর্ম প্রচেষ্টা তো রূপ কানোয়ার থেকে আজ পর্যন্ত প্রলম্বিত প্রশাখা বাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সবার অলক্ষ্যে । তাই এই করুণার মধ্যেই মন্দির উদবোধন, দলিত রাষ্ট্র পতি যাতে নিমন্ত্রিত নন। তাই কুম্ভ, বড় কুম্ভ চলবে চলছে। আর এদের বড় বড় নেতার মুখে বিরোধী নেত্রীদের প্রসঙ্গে নানা কুৎসিত মন্তব্য।

৫। গণ মাধ্যমঃ এখন রাজ নৈতিক কাজ কর্ম মানে ভোটের দখল। আগে কেবল গায়ের জোর ও অর্থের জোরে কাজ হোত। এখন তার সঙ্গে কেনা মিডিয়ার ২৪ঘন্টা ব্যাপী মিথ্যাকে হিটলারের গোয়েবলসের কায়দায় মানুষের বিচার শক্তি বোথা করে দেওয়া। মগজ ধোলাই করা । মিথ্যা তথ্য ও পরিসংখ্যানে বিভ্রান্তি ছড়ানো। তাই সংসদ এখন ডাকাতি থেকে দেশি-বিদেশি সমাজ বিরোধীদের খাস আড্ডা।

৬। **সমস্ত চাকরী বেসরকারীকরণ করাঃ** জীবিকার নিশ্চয়তা না থাকলে মানুষ মাথাতুলে কথা বলতে পারেনা । ব্লাক ব্রেড না থাকলে মেরুদণ্ড দন্ডায় মান থাকতে পারে না। তাই কোনো আদর্শ বাদী রাজনীতি ভুলিয়ে দিতে এককালের বৃটিশের দালালরা আজ মানুষকে ভ্রান্ত

Society Language and Culture

দেশপ্রেম শেখাচ্ছে। এ এমন নির্লজ্জ মিথ্যার ব্যবসা, যা কেবল ধর্মীয় ব্রাক্ষণ্য বাদীরাই করতে পারে। যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিনেই।

৭। **হিটলার যেমন শ্রমিকের ধর্ম ঘটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো।** তেমনি এরা শ্রম আইন থেকে কৃষি আইন এমন কি যত মানবিক-ধারা সংবিধানে আছে তা দিনে দিনে শেষ করে দিচ্ছে। ভারতীয় সমাজের কয়েক হাজার বছরের অবিচারের শিকার নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য সংরক্ষণ অকেজো করে উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষণ চালু করেছে । আবার দুর্ভাগ্যের   বিষয় হল সেই দলিত ও আদিবাসীদেরই এরা গুজরাট দাঙ্গা থেকে বিগত ভোটে পর্যন্ত ব্যবহার করে রাজ্যে রাজ্যে ও কেন্দ্রে সরকার দখল করেছে।

৮। **ধর্মান্ধ ও ফ্যাসিস্ত নয়া শিক্ষা নীতি প্রবর্তনঃ** একজাতি,এক ধর্ম আর পুরোহিত গিরি থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্র (জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়) তারা পাঠ্য করতে চল্লছে ইউ জি স্যার নানা ফর মানের মাধ্যমে। বলা হচ্ছে মাতৃভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় শেখানো হবে হিন্দি ইংরাজি ও সংস্কৃত। মাতৃ ভাষা এ রাজ্যেও অষ্টক=ম শ্রেণির পর শেখার অ চর্চার সুযোগ নেই।   এক ভাষা তথা হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান ডাক দিয়ে তারা ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডার সম্পন্ন বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে পদদলিত করার প্রায় সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলেছে।   ওরা ধুয়া তুলেছে **“বাংলা ভাষী মানেই বাংলাদেশি”**।- এ এক ভয়ানক চক্রান্ত। ইহুদীদের মতো হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিই এদের টার্গেট। তাই , আসামে এন আর সি- র নামে ২ লক্ষ মুসলিম বাঙালি আর ১৫ লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে বেনাগরিক করার মহা ধুমধাম চলছে,। তদের টার্গেট হল এটা ৬০ লক্ষে নিয়ে যাবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এ প্রক্রিয়া আসলে আর এস এস-এর গোপন এজেন্ডা । সংবিধানে বাঙালির যে যে অধিকার আজও পাওয়ার কথা তাও তারা পাচ্ছে না। কারণ জার্মানির মতো বাঙালিই হচ্ছে মূলত ভরতের ইহুদী । সে হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে । তাই গুজরাটে এন আর সি হচ্ছে না হচ্ছে আসাম, উত্তরা খন্ডের উদ্বাস্তু অঞ্চলে ও আন্দামান থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে।

৯। **বাঙালি যে পশ্চিমাদের টার্গেট** তার প্রমান বাংলা ভাগঃ এই আদি পাপ বুকে করে কংগ্রেসের প্যাটেল গান্ধী ও নেহরু সেদিন দেশ ভাগ করে । গান্ধী নেহরু আদবানীদের বংশধরদের তথা পশ্চিম পাকিস্থানী দের জন্য তারা যে ব্যবস্থা করে তার সহস্রাংশও করেনি

Society Language and Culture

বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য। কারণ বৃটিশের বন্ধু পশ্চিমাদের কাছে বিপ্লবী বাংলা , বাম পন্থী নেতাজি, তাদের শত্রু ছিলো। বর্তমান ভারতের জটিল শ্রেণি ও ধর্ম ও বর্ণ বিন্যাসে ওদের কাছে ইহুদী হল সমগ্র দলিতেরা । তাদের মতে বাঙলায় কোন দিন বর্ণ হিন্দু ছিলো না, আর মুসলমান তো কয়েক প্রজন্ম আগের নিম্নবর্ণের হিন্দু,। সব মিলিয়ে ওরা শ্রমিক কৃষক বিরোধী,। এবং তৈমূর লঙের মতো সেই দক্ষিণ পন্থী নেতা প্যাটেলের মূর্তি বানিয়েছে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ।আর নতুন সংসদ ভবন বানাবে তাতে যদি কোটি কোটি মানুষ অনাহারে ,কাজ হারিয়ে প্রাণ দেয়, আত্মহত্যা করে , দাঙা করে , সস্তা দিনমজুরে পরিনত হয় তো বেশ। ওদের চরম ফ্যাসিবাদী রাম রাজত্ব বানাতে আর বাধা দেবে কে, সেই ভয়ানক দিনের মুখো মুখী আজ বিবেক বান ভারত , মানবিক ভারত। দলিত দরিদ্র ভারত বাসী সজাগ হোন।

কথাশেষ ঃ গণতন্ত্রহীন , সুবিচার হীন, সংখ্যা লঘুর অধিকার হীন এ দেশে তাই এক জন ৮০ বছরের অসুস্থ পাদ্রি ফাদার স্ট্যানকে এরা প্রধান মন্ত্রীকে খুনের চক্রান্তে কারা গারে - অসুধ নাদিয়ে, খাবার না দিয়ে নির্মম ভাবে খুন করেছে । এ হচ্ছে সেই দিকে যাত্রা যেখানে কোন অ[পরাধ না করে ইহুদী ও কমিউনিষ্ট বলে ৬০ লক্ষ মানুষকে নির্দয় ভাবে হত্যাকরা হয় ।

এই অবস্থার থেকে তা হলে মুক্তি কোথায় ? এ বিষয়ে কথা বলার আগে আমি স্মরণ করতে চাই সেই ঐতিহাসিক প্রসংগ ; যেখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ইতিহাসের সে যঘন্য ফ্যাসিবাদ কি অনিবার্য ছিলো ? এ বিষয়ে প্রবীণ শ্রমিক নেতা চিত্তব্রত মজুমদার তার এক বিশ্লেষণে বহু তাত্বিকদের উদ্ধৃত করে বলেছেন যে , *“ ১। জার্মানিতে শ্রমিক আন্দোলনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রাধান্য ছিল। তারা শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্মঘট সংগ্রামে সংগঠিত করতে উদ্যোগ নেয়নি । জার্মানিতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ; যথা ১। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে মজুরি হ্রাসের বিপদের বিরুদ্ধে ,*
২। ২২শে জুলাই প্রুশিয়ার সরকার থেকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে,
৩। ১৯৩৩ সালের ৩০ শে জানুয়ারি হিটলার চ্যান্সেলর পদ গ্রহণের সময় এবং
৪। ১ লা মার্চ রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের পরে , কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব দেয় । কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে । সেসময় যুক্ত সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারলে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বে হারানো সম্ভব ছিল। ”

এ প্রসঙ্গে আর এক সর্বাভারতীয় নেতা হর কিষেণ সিং সুরজিৎ তার লেখায় প্রশ্ন তোলেন,

Society Language and Culture

'ফ্যাসিবাদের বিজয় কি অনিবার্য ছিল ?

জার্মানি প্রসঙ্গে ডিমিট্রভের উত্তর –"একদমই নয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের জন্য কমিউনিষ্টদের প্রস্তাব যদি সোসাল ডেমোক্রাটরা গ্রহণ করতো ,তাহলে জার্মান -ফ্যাসিবাদের এই আগ্রাসী রূপ দেখা যেত না ।"

আমাদের কি শিক্ষা ?ঃ আজ তাই ইতিহাসের থেকে ভারত বাসীর শিক্ষা গ্রহণ কররে হবে, এই আপাত ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ ও ব্যাপক জনগণের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে । এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় , সোভিয়েতে যে জন যুদ্ধ তাতে স্তালিনের নেতৃত্বে যুক্ত হয়ে ছিলেন দেশের ব্যাপক জনসাধারণ । বলা উচিত সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সে মহা যোগ দান। অধাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখো পাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃত কোরে জানাইঃ

"ফ্যাসিস্ত আক্রমণে যে অকল্পনীয় অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েতকে পড়তে হয়েছিল তা যে কত কঠোর কঠিন অকরুণ মর্মভেদী ছিল সেদেশের মানুষের কাছে,- তা বুঝি কেউ আজ বুঝবে না। ক'জন আজ স্মরণ করে শিশু গেরিলা যোদ্ধা Zoya থেকে সোভিয়েত সমাজের আবালবৃদ্ধ বনিতার অবর্ণনীয় সাহস, পৈশাচিক অত্যাচারীকে প্রতিহত করার অপরাজেয় সংগ্রামে? 'Hero of the Soviet Union' আখ্যা যুদ্ধকালে পেয়েছিলেন তিন বিমান-বীর যাঁরা প্রাণ তুচ্ছ করে জুন, ১৯৪১-এর শেষ ভাগে লেনিনগ্রাদ রক্ষার লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের বিমানে ধাক্কা দেন। এই সাহস পরে আরও অনেকে দেখান। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠের মরণোত্তর সম্মান এরা প্রথম পেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে 'Hero of the Soviet Union' সম্মান ***যুদ্ধকালে (১৯৪১-৪৫) পেয়েছিলেন ৮১৬০ জন রুশ, ২০৬৯ জন ইউক্রেনী, ৩০৯ জন বিয়েলো রুশ, ১৬১ জন তাতার, ১০৮ জন ইহুদি, ৯৬ জন কাজাক, ১০ জন জর্জিয়ন্, ৯০ জন আর্মেনিয়ন, ৬০ জন উজ্বেক্, ৬১ জন মল্দাভিয়ন, ৪৪ জন চুভাশ, ৪৩ জন আজেরবাইজানী, ৩৯ জন বাকীয়, ৩৯ জন ওসেটিয়ন, ১৮ জন মারী, ১৮ জন তুর্কমানী, ১৮ জন লিথুয়ানিয়, ১৪ জন তাজিক, ১৩ জন লাটভিয়ন, ১২ জন কির্ঘিজ্, ১০ জন কোমি, ১০ জন উদ্মুরি, ৯ জন এস্তোনিয়ন, ৯ জন কারেলিয়ন্, ৮ জন কামিক্, ৭ জন কাবার্দিনিয়ন, ৬ জন আদিনেই, ৫ জন আখাজিয়ম, ৩ জন য়াকুত্ -- তালিকা তো প্রলম্বিত, তবে বহুজাতিক সোভিয়েত সমাজবাদী মহাসংঘের যুদ্ধজয় মহিমার ঐতিহাসিক তাৎপর্য এরও মধ্যে ভাস্বর হয়ে থাকবে।"***

আমাদের এই মহান ভারতও সোভিয়েতের মতোই এক বিশাল উপমহাদেশ। তার

Society Language and Culture

প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বকে তাই আজ আকাশের মতো উদার হৃদয় নিয়ে সব বর্ণ-ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষার মানুষদের নিয়ে বিশাল গণফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে,। আগামী দিনের ভয়ংকরতা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে এই আসন্ন স্বৈর শক্তিকে ঠেকাতেই হবে। জন গণের মহান ঐক্য ছাড়া আর কোনো পথ রবীন্দ্র নাথের এই প্রজন্মের সামনে নেই। আশা করি আমরা সে পথেই অগ্রসর হব।

Society Language and Culture